কবি হওয়া তোমার সাজে নাক।

অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী
এম্ এ, বিদ্যারত্ন, সাঙ্খ্যভূষণ।

কবি হওয়া তোমার সাজে নাক,
ওসব খেয়াল রাখ'।
লক্ষ্মী আছেন অচঞ্চলা ঘরে যাহার অভাব কিছু নেই,
কাব্য লিখুক সেই।
মুখ পানে যা'র চেয়ে আছে বুভুক্ষিতের আর্ত্ত করুণ চোখ
বুকের ব্যথা নিঙ্‌ড়ে বেরোয় দৃষ্টি দিয়ে,—সৃষ্টিছাড়া ঝোঁক
জাগ্‌বে কেন অন্তরে তা'র ? নিরন্তরই দুরন্ত কল্পনা
চিত্ত বেদীর তলে কেন আঁকবে সে আল্‌পনা—
মিথ্যা দেবীর অর্চ্চনা পীঠ, বিমুখ করি বাস্তব দেবতারে ?
বিদায় কর তা'রে কবি, বিদায় কর তা'রে।
ঐ যে তোমার আকাশ বাতাস সবুজ বনের গান,
স্বপন লোকের কুঞ্জ হ'তে চয়ন করা ঐ যে অবদান,—
সত্যকার এই জীবনটাতে কোন্ কাজে ও লাগে ?
সোনার অরুণ-রাগে
কমল শুধু ফুটবে, কবি ? মত্ত অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি
গাইবে শুধু প্রেমের গীতি ? আন্‌বে শুধু আমেরি মঞ্জরী
বসন্ত তা'র ফাগুন দিনের আকুলকরা আগুন-পরশ দিয়ে ?
শরৎ শুধু আস্‌বে কি তা'র নীল গগনের পূর্ণ ইন্দু নিয়ে ?
এমনি ক'রে সারা বছর স্বপন দে'খে দে'খে
কাটিয়ে দে'বে ছায়াময়ীর ছবি এঁকে এঁকে ?

আসল:সীতা কাঁদবে, কবি, অঝোর ধারে ঋষির তপোবনে
নকল সোনার সীতা গড়ি প্রতিষ্ঠিয়া গৌরবে অঙ্গনে
যজ্ঞ যতই হোক্না তোমার লক্ষ উপচারে,
উদ্দেশে যা'র যজ্ঞ তোমার, সে তোমারে শুধুই বারেবারে
জারিয়ে দেবে অভিশাপের বিষে,—
ক্ষমা তোমার ক'র্তে পারে কি সে ?

—————

যতীন্দ্রনাথ দাস

(কারাগারে অনশনব্রতধারী)

অধ্যাপক—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

হে যতীন্দ্র, যতি তুমি সত্য কথা অতি,
বাক্যে তব ছিল যতি, হাস্যে ছিল যতি,
দারুণ উৎসাহে যতি, বিলাসে বিরতি,
উপাধ্যায়-আঁখি'পরে মূর্ত্তি বুদ্ধিমতী,
বক্ষমাঝে অগ্নি ছিল, ছিল না প্রকাশ,
দুটি চক্ষু যেন স্নিগ্ধ দীপের বিকাশ,
সকল সাধন, বেগ, আগ্রহ প্রবল,
সংযত হাস্যের তলে ছিল ছলছল।
তোমারে প্রণাম করি, হে ছাত্র আমার,
হে প্রপিষ্ট ভারতের সন্তান দুর্ব্বার,
বরণ করিছ দেহে তীব্র ক্লেশ তুমি,
ন্যায়ের সাধনে লোট অন্যায়ের ভূমি।
ভারতের ম্যাক্সুইনী, বরিয়া মরণ
এ কি কীর্ত্তি রেখে যাবে মরণদলন!